প্রথম আলো

তারিখ 16 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চাঁদার দাবিতে ছাত্র ও অভিভাবককে অবরুদ্ধ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি-ইচ্ছুক এক শিক্ষার্থীর কাছে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি এবং তা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় ওই ছাত্রসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী তানিম আজিজ ও তাঁর অভিভাবকেরা জানান, ওই শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার পর অপেক্ষমাণ তালিকায় তানিমের ফল প্রকাশিত হয়। পরে ভর্তির ব্যাপারে তানিম ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহসভাপতি রাজীব চক্রবর্তীর সহযোগিতা চান। অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তির প্রথম দফায় তানিম ব্যর্থ হন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আসন শূন্য থাকায় এই আসনের বিপরীতে ভর্তি তালিকায় তাঁর নাম ওঠে। সে অনুযায়ী গতকাল সোমবার তাঁর ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বাবা আজিজুল হক ও তিন ভাই।

এদিকে তানিম ভর্তি হতে এসেছেন জানতে পেরে রাজীব চক্রবর্তীসহ ছাত্রলীগের ১০-১২ জন কর্মী ইতিহাস বিভাগের সামনে উপস্থিত হন। তাঁরা তানিম ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে তিন লাখ টাকা দাবি করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ

তাঁরা দাবি করেন, প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তানিমকে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। টাকা ছাড়া তাঁকে ভর্তি হতে দেওয়া হবে না। এ সময় তানিমের বাবা টাকা দিতে অপারগতা জানালে তাঁরা বাগবিতণ্ডা শুরু করেন। তাঁরা তানিমকে ভর্তি হতে না দিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা তাঁদের বিভাগের চত্বরে অবরুদ্ধ করে রাখেন। খবর পেয়ে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে তাঁদের উদ্ধার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবাসে করে ক্যাম্পাসের মূল ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দেন। ইতিহাস বিভাগের একাধিক কর্মচারীও ছাত্রলীগের কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করেন।

শিক্ষার্থীর বাবা মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক বলেন, 'ভর্তির ব্যাপারে কারও সঙ্গে কোনো চুক্তি হয়নি। তাই আমরা টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছি। এখন কী করব বুঝছি না।'

রাজীব চক্রবর্তী বলেন, 'চাঁদা চাওয়ার বিষয়টি সত্য নয়। তাঁকে ভর্তির সুযোগ করে দিয়েছি। সে কোনোভাবেই বিষয়টি স্বীকার করছে না। তাই একটু বাগবিতণ্ডা হয়েছে মাত্র।'

প্রক্টর সোহেল আহমেদ বলেন, ওই শিক্ষার্থীর ভর্তি হতে যাতে কোনো প্রতিবন্ধকতায় পড়তে না হয়, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ ছাড়া অভিযোগের বিষয়টিও খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।